দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা 6 ... কলাম 8

উচ্চশিক্ষা অর্জন করেও দেশে বেকার কেন

শরীফ বিন ইব্রাহিম

উচ্চশিক্ষিত নাগরিকরা যদি একটি দেশের নিষ্ক্রিয় জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতোটা বাস্তবধর্মী। আমাদের প্রতিবছর এতো পরিকল্পনা ও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ কি আমাদের শিক্ষিত বেকারদের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে?

পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে আমাদের বেকার জনগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত নাগরিকই বেশি। সম্প্রতি সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট রিসার্চ (সিডার) নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার পর্যালোচনা' শীর্ষক এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলেছে, দেশে অনার্স-মাস্টার্স পাস করা বেকারের সংখ্যা ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ। আর কম শিক্ষিত বেকারের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অধিক। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ; যদিও তাদের গবেষণা অনুযায়ী বলা হচ্ছে, এই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি আরো বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশে প্রায় এক কোটি ১০ লাখের মতো শিক্ষিত বেকার রয়েছে, যাদের অধিকাংশ হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত এবং মোটামুটি জীবনধারণের শিক্ষা অর্জনকারী নাগরিক। যারা দেশের কোনো অর্থনৈতিক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এবং তারা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৩৭টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫টির মতো। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী অনার্স-মাস্টার্স বা উচ্চশিক্ষা শেষ করে বের হচ্ছে। কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে কর্মহীন থেকে যাচ্ছে অনেক শিক্ষিত বেকার বা নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-উদ্যোক্তা সমাজের অধিকাংশ প্রতিনিধি বলেছেন যে, তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে দেশীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে চান। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের পরও তারা দক্ষ জনবল পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে অধিক টাকার বিনিময়ে বিদেশি জনবল নিয়োগ দেন।

দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারীর প্রয়োজন আছে কি— যদি না থাকে তাদের জন্য যোগ্যতা ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থানের জায়গা। আর আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার কোথায় সেই ঘাটতি, যে কারণে তারা দক্ষ জনবল তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আগে দরকার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন—

যেন উচ্চশিক্ষিত জনগণের চাকরির বা কর্মসংস্থানের অভাব না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা শেষ করে বের হয় তখন তার উপর দেশের-সমাজের এবং তার পরিবারের অনেক চাহিদা থাকে। আর যখনই সে বেকার বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে তখন সকলের আশা নিরাশায় পরিণত হয়। রাষ্ট্র শুধু শিক্ষিত নাগরিক তৈরি করলেই হবে না, তাদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হবে। যদি শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার থাকে এবং দেশের জন্য বোঝা হয় তাহলে শিক্ষিত আর অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়?

আমাদের উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে নানা সমালোচনা রয়েছে। প্রশ্ন আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা কার্যক্রম, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্তর্জাতিক মান নিয়ে। উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে হবে স্বচ্ছ এবং বাস্তবসম্মতভাবে। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে দূষণমুক্ত রাখা জরুরি। একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারলেই যথেষ্ট। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিও জোর দেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে করতে হবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার জন্য রেখে বাকিদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। তাহলে তারা অতি সহজে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং বেকারত্ব কমে আসবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে করতে হবে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। যোগ্যতামাফিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে গবেষণামুখী ও সৃজনশীল ও মেধাভিত্তিক। তাহলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। উন্নয়নশীল বহু দেশ তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মানসম্পন্ন করে তুলেছে, যদিও আমরা এখনো তাদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। সময়ের সঙ্গে যদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তাহলে আমাদের শিক্ষিত বেকারত্ব দিন দিন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ব্যাহত হবে দেশের উন্নয়ন।

● লেখক : শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়